ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৪৩

আমবাসা,২০ আগস্ট,২০২৫

কমলপুরে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কমলপুর মহকুমার শিববাড়ি ভিলেজ কমিটি অফিস মাঠে ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, ধলাই জিলা পরিষদ এবং দুর্গাচৌমুহনি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাবুরাম সতনামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী নরেশ দেববর্মা, ভগবৎ প্রসাদ কুমার, জনজাতি সমাজের সমাজপতিবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন দুর্গাচৌমুহনি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রাজ প্রসাদ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি সুস্মিতা দাস বলেন, রাজ্য সরকার নতুন প্রজন্মের কাছে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের অবদান এবং আদর্শ তুলে ধরার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি রূপায়িত করেছে। মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর সহ রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মহারাজার মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর একজন প্রজাহিতৈষী মহারাজা ছিলেন। জনগণকে সুশিক্ষিত করার জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন উচ্চশিক্ষার প্রসার করার জন্য। অসংখ্য সড়ক নির্মাণ করেছেন। আকাশপথে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যে নির্মাণ করেছেন আগরতলা বিমানবন্দর। তিনি অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি প্রজাকল্যাণের জন্যে এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে নিবেদিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ লেবাংবুমানি, মামিতা, উপজাতি লোকনৃত্য এবং দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন করেন।

*****